সিমেন্ট উৎপাদনে জোর তৎপরতা শালবনির জিন্দালদের কারখানায়

সেখ জামাল, শালবনি

একটি ইউনিট থেকে উৎপাদন শুরু হয়েছে। বাকি ৩টি ইউনিট থেকেও যাতে দ্রুত সিমেন্ট উৎপাদন করা যায় তার জন্য জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে শালবনির জিন্দাল সিমেন্ট কারখানার অন্দরে। জিন্দাল কর্তা সজ্জন জিন্দালের পুত্র পার্থ জিন্দাল কয়েকদিন আগেই শালবনিতে এসে কারখানা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন সিমেন্ট কারখানার ৪টি ইউনিট থেকেই যেন দ্রুততার সঙ্গে পুরোদমে সিমেন্ট উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। শীর্ষকর্তার বার্তা পেয়ে বাকি ৩টি ইউনিটে সিমেন্ট উৎপাদনের কাজ জোরকদমে শুরু করে দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

শালবনির জিন্দাল কারখানার মানবসম্পদ অধিকর্তা দিব্যেন্দু মুখার্জি জানান, যত দ্রুত সম্ভব বাকি ইউনিটগুলি থেকেও যাতে সিমেন্ট উৎপাদন করা যায় তার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করি খুব শিগ্‌গির ৪ ইউনিট থেকেই ধারাবাহিকভাবে সিমেন্ট উৎপাদন

শালবনিতে জিন্দালদের সিমেন্ট কারখানা

করতে পারব। সেই লক্ষ্যেই জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে কারখানার অন্দরে। উল্লেখ্য, গত ১২ জুলাই প্রথম ইউনিট থেকে উৎপাদিত প্রায় ৪০০ প্যাকেট সিমেন্ট বীরভূমের তারাপীঠে পাঠানো হয়েছে। জিন্দাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শালবনির এই কারখানার সব ইউনিট থেকে যখন পুরোদমে সিমেন্ট উৎপাদন শুরু হবে তখন তার লক্ষ্যমাত্রা থাকবে বছরে ২.৪ মেগাটন। সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। এখন ১.২ মেগাটন উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ শুরু হলেও ধাপেধাপে সেই লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছবে ২.৪ মেগাটনে। তাই কারখানার সব ইউনিটের অফিসার কর্মীদের কর্মতৎপরতা ক্রমেই বাড়ছে। এই সিমেন্ট কারখানার জন্য জিন্দালরা লগ্নি করেছেন ৮০০ কোটি টাকা। গতবছরের জানুয়ারিতে এই কারখানার উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সপুত্র সজ্জন জিন্দাল সেইসময় উপস্থিত থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যত দ্রুত সম্ভব কারখানা থেকে সিমেন্ট উৎপাদনের। উদ্বোধনের দেড় বছরের মাথায় সিমেন্ট উৎপাদন হওয়ায় খুশি জিন্দাল কর্তৃপক্ষ।